বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন

BANGLADESH HOCKEY FEDERATION

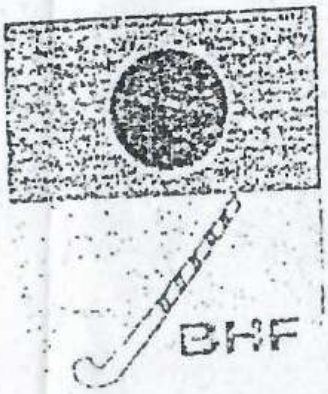

BHF

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

ABDUS SADEQUE
General Secretary
Bangladesh Hockey Federation

মাওলানা ভাসানী হকি ষ্টেডিয়াম
দ্বিতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, ফোনঃ ৯৫৫৭৯৬১
ফ্যাক্স ৮৮০ ২-৭১৬৯২৯৬,
Email: bhf@aitlbd.net

সূচী পত্র

অধ্যায় ঃ ১	১
ভূমিকা	১
অধ্যায় ঃ ২	১
অনুচ্ছেদ ১ ঃ সংজ্ঞা	১
অধ্যায় ঃ ৩	২
অনুচ্ছেদ ২ ঃ গঠনতন্ত্রের আওতাধীন এলাকা ।	২
অনুচ্ছেদ ৩ ঃ ফেডারেশনের পতাকা ও লোগো ।	২
অনুচ্ছেদ ৪ ঃ ফেডারেশনের সদর দপ্তর ও ঠিকানা	২
অনুচ্ছেদ ৫ ঃ ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
অনুচ্ছেদ ৬ ঃ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে করণীয় কার্যাবলী ।	৩-৪
অধ্যায় ঃ ৪	৪
অনুচ্ছেদ ৭ ঃ এ্যাফিলিয়েশন	৪-৫
অনুচ্ছেদ ৮ ঃ ফেডারেশন সদস্যদের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহনের যোগ্যতা	৫-৬
অধ্যায় ঃ ৫	৬
অনুচ্ছেদ ৯ ঃ সাধারণ পরিষদ ।	৬-৭
অনুচ্ছেদ ১০ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যক্রম	৭-৮
অনুচ্ছেদ ১১ ঃ আর্থিক সৎসর	৮
অনুচ্ছেদ ১২ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ	৮-৯
অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৯-১০
অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ সভার কোরাম	১০
অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ সভার নোটিশ প্রদানের সময়সীমা	১০
অনুচ্ছেদ ১৬ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য	১০-১২

27/05/13

	১৩
ধ্যায় ঃ ৬	১৩
নুচ্ছেদ ১৭ ঃ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	১৩
নুচ্ছেদ ১৮ ঃ বিশেষ সভা, তলবী এবং মুলতবী বা স্থগীত ভা	১৪
নুচ্ছেদ ১৯ ঃ তহবিল	১৪
নুচ্ছেদ ২০ ঃ পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা	১৪
অনুচ্ছেদ ২১ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ	১৪
অনুচ্ছেদ ২২ ঃ উপ-কমিটি	১৫
অধ্যায় ঃ ৭	১৫
অনুচ্ছেদ ২৩ ঃ নির্বাচন	১৫
অধ্যায় ঃ ৮	১৫
অনুচ্ছেদ ২৪ ঃ আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের আইন কানুন	১৫-১৬
অনুচ্ছেদ ২৫ ঃ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগীতা	১৬
অনুচ্ছেদ ২৬ ঃ আচরণ ও শৃঙ্খলা	১৭
অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ সংশোধন ও বিতর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতা	১৭
অনুচ্ছেদ ২৮ ঃ আপীল কর্তৃপক্ষ	১৭-১৮
অনুচ্ছেদ ২৯ ঃ	

27/05/13

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন

অধ্যায়ঃ ১

ভূমিকাঃ

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের মূল গঠনতন্ত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ও এশিয়ান হকি ফেডারেশনের পুর্ন সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মূল গঠনতন্ত্রের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ, ধারা ও উপধারা রদবদল, সংযোজনও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনকে আরো কর্মক্ষম, শক্তিশালী ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বেশ কিছু পরিবর্তন করা হল। অত্র গঠনতন্ত্রকে "বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন গঠনতন্ত্র" সংক্ষেপে 'গঠনতন্ত্র' আখ্যায়িত করা হল এবং এ দ্বারা পূর্ববর্তী সকল গঠনতন্ত্রকে বাতিল করা হল।

অধ্যায়ঃ ২

অনুচ্ছেদ ১ ঃ সংজ্ঞা

(১) 'ফেডারেশন' বলতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন বুঝাবে।

(২) 'সদস্য' বলতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত (এ্যাফিলেয়েটেড) সংস্থাসমূহকে বুঝাবে।

(৩) 'অপেশাদার' বলতে এমন ব্যক্তি/খোলোয়াড়কে বুঝাবে যিনি আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন প্রণীত অপেশাদার সংজ্ঞার আওতাধীন।

(৪) 'পরিষদ' বলতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ বুঝাবে।

(৫) 'নির্বাহী পরিষদ' বলতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বুঝাবে।

(৬) বৎসর বলতে ১ লা জুলাই ৩০শে জুন খেলার মৌসুমকে ধরা হবে।

অধ্যায়-২

অনুচ্ছেদ ২ ঃ গঠনতন্ত্রের আওতাধীন এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশ অত্র গঠনতন্ত্রের আওতাধীন থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ ফেডারেশনের পতাকা ও লোগো ।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও লোগো থাকবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ ফেডারেশনের সদর দপ্তর ও ঠিকানা।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করবেঃ

(১) বাংলাদেশে হকি খেলার প্রসার, উন্নয়ন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।
(২) হকি খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।
(৩) বাংলাদেশে হকি খেলায় অপেশাদারীত্ব বজায় রাখা ও খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করা।
(৪) আন্তর্জাতিক ফেডারেশনে /সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংস্থাগুলো সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও স্বীকৃতি লাভ।
(৫) গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটির বিধি প্রণয়ন।
(৬) বাংলাদেশের প্রবীণ/খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের স্মৃতি রক্ষা করা।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে করণীয় কার্যাবলী।

অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লেখিত লক্ষ্যগুলো পুরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন নিম্নলিখিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবেঃ

(১) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাকে হকি খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান।
(২) এ্যাফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন /ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং মতবিরোধ দুর করার সহায়তা করা।
(৩) হকি খেলার প্রশিক্ষনের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী।
(৪) জাতীয়/ আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগীতা, টুর্ণামেন্ট, প্রদর্শনী খেলার আয়োজন ও এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।
(৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হকি খেলার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।
(৬) হকি খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।
(৭) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।
(৮) উপরে বর্ণিত আইনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাদি সমাপন ও বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন করা।
(৯) বাংলাদেশ দলের বিদেশে অথবা দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতার জন দল বাছাই ও গঠন করা এবং প্রয়োজনবোধে আর্থিক অনুদান সংগ্র করা।
(১০) হকি ফেডারেশনের সদস্যদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অনুমোদন ও সহযোগিতা করা।
(১১) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন ক্লাব সমূহের সমন্বয়ে বিভিন্ন লী খেলার আয়োজন ও পরিচালনা করা।
(১২) হকি খেলোয়াড়, আম্পায়ার এবং হকি কোচদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ নেয়া।

(১৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও নির্দেশে ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করা।

(১৪) ফেডারেশনের স্বার্থে ফেডারেশনের সম্পত্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে বিলি করণ।

(১৫) দরিদ্র/মেধাবী/প্রতিবন্ধীহকি খেলোয়াড় / সংগঠক / আম্পায়ার / প্রশিক্ষকগনকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা/ সহায়তা করা এবং আর্থিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা/সহায়তা করা।

(১৬) সমাজে হকি খেলোয়াড়দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁদের অবদানের জন্য সরকারী/ সামাজিক স্বীকৃতি লাভের সহায়তা করা।

(১৭) [illegible]শিষ্ট/ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

(১৮) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হকি খেলার স্বত্ত্বাধিকার বন্টন।

[illegible]য় ৪ ৪

[illegible]চ্ছেদ ৭ ঃ এ্যাফিলিয়েশন

[illegible] নিম্নেবর্ণিত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাথে এ্যাফিলিয়েটেড [illegible]বে:

(ক) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণবোর্ড।
(খ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(গ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(ঘ) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
(ঙ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(চ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
(ছ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(জ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড।
(ঝ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
(ঞ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(ঠ) ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রিমিয়ার, প্রথম, দ্বিতীয় ও প্রযোজ্য হলে তৃতীয় বিভাগ হকি লীগে অংশগ্রহণকারী দল সমূহ।

৭.২ উল্লেখিত সংস্থা সমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত এ্যাফিলিয়েশন ফি প্রদান করবে।

৭.৩ কোন প্রতিষ্ঠান ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে সংস্থার এ্যাফিলিয়েশন বাতিল/স্থগিত হবে। সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত বকেয়া ও জরিমানা আদায় করতঃ এ্যাফিলিয়েশন নবায়ন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ ফেডারেশনের সদস্যদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা।

(১) ফেডারেশনের সদস্যদের অবশ্যই অপেশাদারী হকি সংস্থা হতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৭.১(ট) এ উল্লেখিত সদস্য সমূহের আওতাধীন এলাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত জেলা এলাকা ধরা হবে। অনুচ্ছেদ ৭.১ (ঠ) এ উল্লেখিত সদস্যদের এলাকা ঢাকা শহরের সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা ধরা হবে।

(৩) বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কেবলমাত্র স্ব স্ব সংস্থায় কর্মরত খেলোয়াড়দের দ্বারাই গঠিত হবে এবং উক্ত খেলোয়াড়দের উপর ঐ সংস্থার পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ৭.১ (ঞ) এ উল্লেখিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র (খেলোয়াড়) দ্বারা গঠিত হবে এবং উপরোক্ত খেলোয়াড়দের প্রতি প্রতিষ্ঠানের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৭.১ (ঘ) ও (চ)তে উল্লেখিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র নিজ নিজ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। কোন ক্লাব বা সংস্থা কে অন্তর্ভূক্ত করে কোন লীগ/প্রতিযোগীতার আয়োজন করতে পারবে না। প্রতি

বৎসর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃহল, আন্তঃবিভাগ, আন্তঃকলেজ ও আন্ত ঃস্কুল বা এ জাতীয় প্রতিযোগীতার আয়োজন করতে পারবে তবে কোন ক্রমেই তা ফেডারেশনের নির্ধারিত কর্যক্রমের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। উপরোক্ত সংস্থাদ্বয় শুধুমাত্র জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবে।

(৬) বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহ লীগ ব্যতীত জাতীয় হকি প্রতিযোগতা ও স্থানীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবে। তবে স্ব স্ব বাহিনী ও সংস্থার মধ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে।

(৭) বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর ঢাকাস্থ ইউনিট সমূহ যারা ইতিপূর্বে স্থানীয় টুর্ণামেন্ট ও লীগ খেলায় অংশগ্রহন করে আসছে তারা স্থানীয় টুর্ণামেন্ট ও খেলায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতা, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ও স্থানীয় টুর্ণামেন্ট অংশ গ্রহন করতে পারবে।

অধ্যায়ঃ ৫

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ সাধারণ পরিষদ।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে থাকবে যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবেঃ-

৯.১ জাতীয় হকি অথবা যুব হকি প্রতিযোগীতায় বিগত ৪ বৎসরে ২ বার অংশগ্রহন সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ৭(১) এ বর্ণিত সংস্থা সমূহ থেকে ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।

৯.২ প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে ১ (এক) জনপ্রতিনিধি।

৯.৩ খ্যাতনামা সাবেক হকি খেলোয়াড়/ক্রীড়া সংগঠক/জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৯.৪ ঢাকা হকি লীগের পারফরম্যান্সের ক্রমানুসারে প্রিমিয়ার লীগের দল সমূহের অনধিক ১০ জন প্রতিনিধি, প্রথম বিভাগ লীগের দল সমূহের অনধিক ১০ জন প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় বিভাগ লীগের দল সমূহের অনধিক ১২ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবে।

৯.৫ ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের সদস্য মনোনীত হবেন।

৯.৬ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের আম্পায়ার্স বোর্ডের ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৯.৭ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৯.৮ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবে (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

৯.৯ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ২১ শে পদক প্রাপ্ত ক্রীড়া বিদ / সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যক্রম।

সাধারণ পরিষদ ফেডারেশনের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবেঃ

১০.১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা নির্বাচন।

১০.২ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ/ ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও বাতিল।

১০.৩ অনুচ্ছেদ ৭ ও ৯ মোতাবেক ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনয়ন।

১০.৪ ফেডারেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন। যা সভায় কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট পৌছাতে হবে।

১০.৫ বাৎসরিক নিরীক্ষিত খরচের পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং পরবর্তী বৎসরের বাজেট অনুমোদন। যা কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট পৌছাতে হবে।

১০.৬ অডিটর নিয়োগ ও ভাতা নির্ধারণ।

১০.৭ যে সকল বিষয়ে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে অথবা সভায় সভাপতির অনুমতিক্রমে উত্থাপিত হয়েছে তা বিবেচনা ও তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহন।

১০.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন সদস্যদের বহিস্কার/এ্যাফিলিয়েশন বাতিল সংক্রান্ত আপিল বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ আর্থিক বৎসর।

১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ ১২ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ

ফেডারেশনের নির্বাহী দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্তভাবে সর্বমোট ৩১ জন দ্বারা গঠিত হবে।

(১)	সভাপতি	--	১ জন (সংবিধান কর্তৃক মনোনীত)
(২)	সহ-সভাপতি	--	৫ জন (নির্বাচিত)
(৩)	সাধারণ সম্পাদক	--	১ জন (নির্বাচিত)
(৪)	যুগ্ম সম্পাদক	--	২ জন (নির্বাচিত)
(৫)	কোষাধ্যক্ষ	--	১ জন (নির্বাচিত)
(৬)	সদস্য	--	১৯ জন (নির্বাচিত)
(৭)	সদস্য	--	২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
	সর্বমোট --		৩১ জন।

১২.১ নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিন থেকে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১২.২ নির্বাচনের পর কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাপতি ব্যতীত অন্য কোন পদ শূন্য হলে সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ নিজ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে উক্ত পদ পুরণ করতে পারবে।

১২.৩ কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ মেয়াদ পূর্তির পরও নির্বাচন সম্পন্ন না হলে সেক্ষেত্রে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মধ্যমে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবে। সেই কমিটি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের জন্য গঠিত হবে এবং এই সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন এবং জরুরী কাজ সমূহ সম্পাদন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের নিম্নোক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবেঃ

১৩.১ কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।

১৩.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠান।

১৩.৩ ফেডারেশনের কার্য সমাধা করার জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) মাসে একবার সভা আহ্বান করা।

১৩.৪ বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সভা আহ্বান।

১৩.৫ ফেডারেশনের বাজেট প্রণয়ন।

১৩.৬ ফেডারেশনের অডিট সম্পাদন।

১৩.৭ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ও ধারা সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং যে সকল বিষয়ে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই সে সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য পেশ করবে।

১৩.৮ ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

১৩.৯ বিভিন্ন কমিটি/বোর্ড/ উপ-কমিটির নিকট থেকে প্রতিবেদন গ্রহন করবে ও সেগুলোর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

১৩.১০ হকি খেলার ও ফেডারেশনের স্বার্থে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত কোন কমিটির সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে বাতিল, পরিবর্তন, সংশোধন করতে পারবে এবং নতুন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে।

১৩.১১ সদস্যদের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও বিরোধের মীমাংসাকরণ।

১৩.১২ গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রয়োজন বোধে বাই-'ল' (উপবিধি) প্রণয়ন।

১৩.১৩ জাতীয় দল গঠনের অনুমোদন, কালার প্রদান, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ম্যানেজার, আম্পায়ার, কোচ, জাজ

টেকনিক্যাল কর্মকর্তা ইত্যাদি নিয়োগ করবে। জাতীয় দলের বিদেশ সফর এবং বিদেশী দলের বাংলাদেশ সফরের অনুমোদন করবে।

১৪ কোন সদস্য বাৎসরিক এ্যাফিলিয়েশন ফি প্রদান না করলে অথবা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারবে।

১৫ ফেডারেশনের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন নির্ধারণ ও চাকুরীর অবসান।

চ্ছেদ ১৪ ঃ সভায় কোরাম।

বাৎসরিক সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা এবং অন্যান্য কমিটি/বোর্ড এর সভার কোরামের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদ/ কমিটি/ বোর্ড এর সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

নুচ্ছেদ ১৫ ঃ সভার নোটিশ প্রদানের সময়সীমা।

সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য যথাক্রমে ২১ দিন ও ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন জরুরী সভার জন্য কেবলমাত্র ২৪ ঘন্টা নোটিশে আহ্বান করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৬ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য।

(১) সভাপতি

(ক) ফেডারেশনের প্রধান হিসাবে ফেডারেশনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল দায়িত্ব বহন করবেন।

(খ) ফেডারেশনের সভায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) কোন বিষয়ে ভোটের সময় টাই হলে চেয়ারম্যান তার সিদ্ধান্তমূলক ভোট দিতে পারবেন।

(ঘ) জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে তা সহ-সভাপতিগণ ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উথাপন ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত না হলে তা সাধারণ পরিষদের অসাধারন (এক্সট্রা অরডিনারী) সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উথাপন করতে হবে।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে সভাপতি তাঁর কাজের দায়িত্বভার জ্যেষ্ঠতম (সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত) সহ-সভাপতিকে দিতে পারেন।

(২) সহ-সভাপতি

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম ভিত্তিতে সভায় চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হবে তা পালন করবেন।

(গ) সভাপতি কর্তৃক ১৬.১ (ঙ) ধারা বলে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) সাধারণ সম্পাদক

(ক) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী প্রধান হিসাবে কাজ করবেন।

(খ) সাধারণ পরিষদের সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান এবং এর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। উক্ত কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় তাঁর ও চেয়ারম্যানের সই দ্বারা অনুমোদন করবেন।

(গ) ফেডারেশনের সকল দলিলাদি, রেকর্ড এবং সম্পত্তির দায়িত্বে থাকবেন।

(ঘ) ফেডারেশনের পক্ষে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ঙ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল কার্য সমাধা করবেন।

(চ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ রাখতে পারবেন। খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি সভাপতি বা কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যুগ্ম স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(খ) নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী [illegible] অর্থের [illegible] ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদ [illegible] সকল [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় সভা [illegible]।

(৪) যুগ্ম সম্পাদক

(ক) যুগ্ম সম্পাদক ফেডারেশনের [illegible] সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং নির্বাহী [illegible] ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক [illegible] দায়িত্ব [illegible] পালন করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে [illegible] যুগ্ম সম্পাদক তার দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) কোষাধ্যক্ষ

(ক) ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ [illegible] এবং হিসাব [illegible] ও [illegible] অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(খ) ফেডারেশনের যাবতীয় টাকা গ্রহণ এবং উক্ত টাকা ৩ (তিন) দিনের মধ্যে ফেডারেশনের ব্যাংকে জমা দিবেন।

(গ) ফেডারেশনের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) প্রতি বছরের বাজেট তৈরী করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর সাধারণ পরিষদের পেশ করবেন।

(ঙ) পূর্ববর্তী বছরের অডিট করা খতিয়ান নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর সাধারণ পরিষদে পেশ করবেন।

(চ) দশ হাজার (টাকা ১০,০০০/-) টাকার উর্ধ্বে অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের জন্য সভাপতি বা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

27/05/13

অধ্যায়-৭ [illegible]

অনুচ্ছেদ ১৭ : [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি :

[illegible] কোন সভায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উত্থাপন করে ভোট গ্রহণ করতে হবে। [illegible] সভাপতির [illegible] [illegible] প্রদান করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ঃ বিশেষ সভা, তলবী এবং মুলতবী বা স্থগিত সভা।

(ক) বিশেষ সভা।

সভাপতি বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ সভা ৭ দিনের নোটিশে আহ্বান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে কোরামের কোন প্রয়োজন হবে না।

(খ) তলবী (রিকুইজিশন) সভা

সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট পরিষদের তলবী সভা আহ্বান করবেন। তবে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত তলবী সভা আহ্বান করতে হবে। আহ্বানের বিষয়টির অনুযায়ী ঐ সভায় সিদ্ধান্ত [illegible] বিবেচিত হবে।

(গ) মুলতবী বা স্থগিত সভা।

যদি সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদের কোন সভা কোরাম না হওয়ার কারণে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তবে পরবর্তী দিনে একই সময়ে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না। ফেডারেশনের অন্যান্য কমিটি/উপ-কমিটির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। [illegible] [illegible] নোটিশে বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

27/05/13

অনুচ্ছেদ ১৯ ঃ তহবিল।
ফেডারেশনের সকল তহবিল ঢাকা শহরে অবস্থিত যে কোন তফসীল ব্যাংকে রাখতে হবে। উক্ত তহবিল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৩ (তিন) জনের মধ্যে ২ (দুই) জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২০ঃ পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা।
(১) ফেডারেশনের অর্থ বছর শেষ হবার ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে এবং নিরীক্ষিত প্রতিবেদনের কপি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অবগতির জন্য প্রেরণ করবে।
(২) প্রয়োজনবোধে ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত যে কোন সদস্য/ব্যক্তি ফেডারেশনের আওতাধীন কোন সংস্থার / সদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ২১ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ।
ফেডারেশনের নির্বাহী পরিষদের কর্মমর্তাদের কার্য্যকাল কার্য্যভার গ্রহণের সময় থেকে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত থাকবে। মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হবার ১ (এক) মাস পূর্বে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করবে এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২২ ঃ কমিটি, উপ-কমিটি ও কমিশন।
কার্যনির্বাহী পরিষদ ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় কমিটি, উপ-কমিটি ও কমিশন গঠন করে তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেবে এবং প্রয়োজনবোধে এসব কমিটি বা কমিশন পুর্ণগঠণ করতে পারবে।

অধ্যায় ঃ ৭

অনুচ্ছেদ ২৩ ঃ নির্বাচন
২৩.১ নির্দ্ধারিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।
২৩.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করণসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনপূর্বক নির্বাচন সম্পাদন করবে।
২৩.৩ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যাই বর্ণিত থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

অধ্যায় ঃ ৮

অনুচ্ছেদ ২৪ ঃ আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের আইন কানুন।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এর এ্যাফিলিয়েটেড সদস্যগণ, কাউন্সিলারগণ এবং নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগণ আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের আইন কানুন, বাই'ল মানতে বাধ্য থাকবে। কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি/উপ কমিটি/বোর্ড এর সদস্যবৃন্দের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ২৫ ঃ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগীতা।
ক) বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন প্রতি বছর জাতীয় হকি প্রতিযোগীতা (সিনিয়র) ও জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগীতার আয়োজন করবে এবং প্রত্যেক এ্যাফিলিয়েটেড সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগতায় অংশগ্রহন করবে। কোন সদস্য এই প্রতিযোগীতায় ৪ বৎসরে ২ বার অংশগ্রহনে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ স্থগিত হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ফেডারেশন সরাসরি জাতীয় প্রতিযোগীতার আয়োজন করবে অথবা তার পক্ষে কোন সদস্য তা করতে পারবে। তবে কোন সদস্য তা করতে চাহিলে উক্ত প্রতিযোগীতার আন্তঃ ৩০ দিন আগে সাধারণ সম্পাদকের কাছে এজন্য আবেদন করবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহনকারী দলগুলোকে যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা ফেডারেশনের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করবে বা ফেডারেশন বহন করবে। প্রতিযোগীতায় অন্তভুক্তির জন্য টুর্ণামেন্ট কমিটি কর্তৃক

নির্ধারিত ফি প্রতিটি দলকে প্রদান করতে হবে। জাতীয় যুব ও সিনিয়র প্রতিযোগীতার ও অন্যান্য প্রতিযোগীতার বাই-লজ ফেডারেশনের টুর্ণামেন্ট কমিটি আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করবে।

খ) হকি ফেডারেশন প্রতি বছর স্কুল হকি প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬ ঃ আচরণ ও শৃংখলা।

২৬.১ কার্যনির্বাহীর কোন সদস্য গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করলে অথবা বাহফের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

২৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ হকির সাথে জড়িত সংস্থা, সংগঠন, কর্মকর্তা, সংগঠক, খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের কারণে কিংবা প্রচলিত বিধি, উপ-বিধি ভংগের কারণে আর্থিক দায়দায়িত্বসহ যে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

২৬.৩ মৃত্যু, পদত্যাগ, অননুমোদিতভাবে ছয় মাসের অধিক বিদেশে অবস্থান, একটানা তিনটি সভায় অনুপস্থিতি, অপ্রকৃতস্থ ঘোষণা বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ঘোষিত হলে সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। তিনটি সভায় অনুপস্থিতির বিষয়টি সাধারণ সম্পাদক নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবগত করবেন। নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার পরেও উক্ত সদস্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে তা সদস্য পদ বাতিল হবে।

২৬.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ ফেডারেশনের কাউন্সিলর, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আচরণ সম্পর্কিত একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে পারবে যা অবশ্য পালনীয় হবে। এই বিধি ভঙ্গ শৃংখলাভঙ্গ হিসাবে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে। অসদাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে।

২৬.৫ শৃংখলা জনিত কারণে অথবা সাধারণ আচরণ বিধি অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য অপসারিত হলে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণের জন্য উত্থাপন করতে হবে।

27/05/13

অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ সংশোধন ও বিতর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতা।

২৭.১ এ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনে আগ্রহী সদস্যকে সাধারণ সম্পাদকের কাছে এ মর্মে নোটিশ বা প্রস্তাব প্রদান করতে হবে। সাধারণ পরিষদে উত্থাপনের পূর্বে এ সংশোধনী কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হবে। অনুমোদিত প্রস্তাব সাধারণ সভায় ত্রিশ দিন পূর্বে সকল কাউন্সিলরের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

২৭.২ প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কার্যনির্বাহী পরিষদের এতদসংক্রান্ত সুপারিশ সকল সদস্যের মধ্যে লিখিতভাবে বিতরণ করতে হবে। সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচীতে এ সংশোধনী বিবেচনা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

২৭.৩ সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সমর্থন প্রদান করলে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হবে।

২৭.৪ এ গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন বিধি, উপ-বিধি তৈরী করা যাবে না।

২৭.৫ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এর সকল নিবন্ধকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতে স্মরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতা বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। এই মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮ ঃ আপীল কর্তৃপক্ষ

কোন খেলোয়াড়, কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে কোন কমিটি বা উপ-কমিটি কর্তৃক কোন শাস্তি আরোপ করা হলে বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট কমিটির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং পর্যায়ক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কাছে আপীল করা যাবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২৯ ঃ

(ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

27/05/13

ই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ১৩ই জানুয়ারী ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত
ধারণ পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের
২/০৮/২০০৫ তারিখে পত্র নং- এনএসসি/১২০/১৭/জেন(৩)/২২৭)এর নির্দেশ
নুযায়ী সংশোধন করা হয়।

27/05/13

SHAMSUL BARI
General Secretary
Bangladesh Hockey Federation

ABDUS SADEQUE
General Secretary
Bangladesh Hockey Federation